

October 2018

Bengali
Association of
Greater
Portland



PRABASHI DARPAN

SCHEDULE:

Friday - Oct. 12

Pujo, 4-6

Local Program, 6-7:50

Dinner, 8-9

Arko, Fiddlers, 9-11

Saturday - Oct. 13

Pujo, 10am-12

Lunch, 12-2

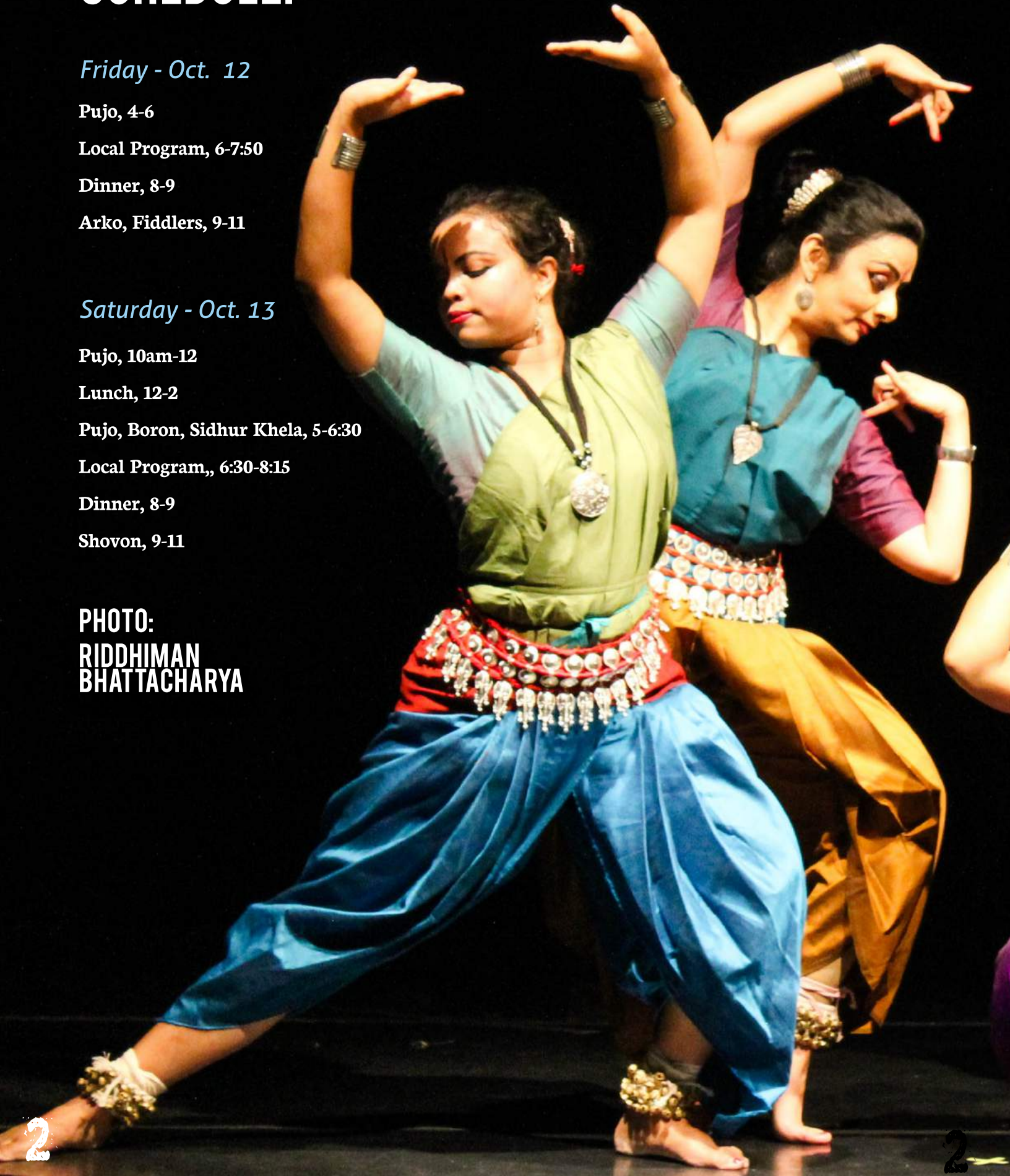
Pujo, Boron, Sidhur Khela, 5-6:30

Local Program,, 6:30-8:15

Dinner, 8-9

Shovon, 9-11

**PHOTO:
RIDDHIMAN
BHATTACHARYA**







This years Durga Pujo sponsored by
PLATINUM SPONSOR
JASSI AKKAL GROUP
 REAL ESTATE BROKER
TOP PRODUCER
 ★★★★★
 SERVICE WITH EXCELLENCE!
 f /jassirealestatebroker
 When You Think Real Estate, Think
Oregon First
 www.oregonfirst.com
503.764.7941





Friends,

From the council's desk, we would like to thank you all for making this year's Pujó a grand success. We could not have done this without you. With your support and participation, we hope to make this event more joyous and attractive in the years to come.

We try earnestly to implement various comments and feedback that we have received from our last year's Pujó. The presentation from our external artist failed to meet the expectations of our young and vibrant community. This year we are hosting two artists from Kolkata. We hope you all enjoy the variety of band and modern melody.

Our local artists always present us with unforgettable moments to cherish. They work hard to achieve high levels of perfection and quality. They need our unflinching support, praise and applause.

We have a change in our venue this year. This will surely bring in a new experience for our patrons. We could not implement a third day of festivities this year due to their policies and we will surely revisit that again next year. With a burgeoning community, expectations will be set higher with each passing year and execution will be challenging. We expect new faces to come forward and drive this organization to the next level. Creativity and imagination are the two pillars of adding diversity and variety in the future.

Planning for the next one starts right after this. Enjoy the pujo with your friends and families. Stay safe and blessed.

Regards,
Jayanta Banerjee



THANKS TO...

Our Prabashi Council



*Sujoy Sen
Chief of Staff*



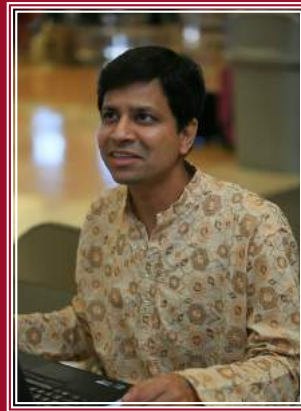
*Debangana Mukerjee
Pujo Committee Head*



*Sudeshna Ganguly
Council Member*



*Jayanta Banerjee
Commander-in-Chief*



*Rahul Ghosh
Spokesperson &
Budget Officer*



*Sandipan Banerjee
Council Member*



*Nishore Bhattacharjee
Logistics,
Media Relations*



*Aniruddha Kundu
Chairman for Life &
Chief Advisor*



*Rahul Mukerjee
Council Member*

Wait, who made this magazine?!



Ritapa Neogi

Ritapa Neogi was born and raised in Portland, Oregon, though she swears she's never heard of it. She graduated from Westview High School in 2016, and is currently suffering her third year as a geography and urban studies major at Temple University in Philadelphia. In her free time, she dances for her school's bhangra team, eats alfredo pasta for dinner almost exclusively, and doodles on things that shouldn't be drawn on.

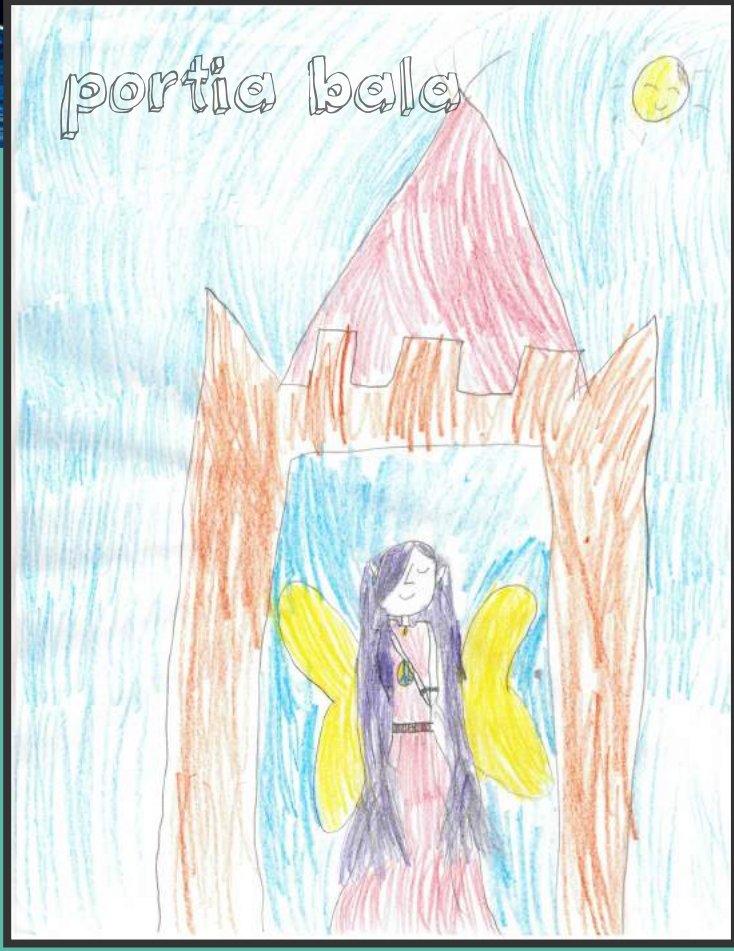


After traveling around the world, Debangana Mukerjee now calls Portland home. She was raised in India and lived in Germany and Austria before moving here with her family. She is a gastronome totally in love with the food and coffee scene in Portland. When she's not busy traveling, she enjoys spending time with her family and experimenting in the kitchen. She is also a budding photographer who enjoys learning about new cultures. So next time you are on the lookout for a quick "cultures of the world" discussion, do check-in with her.

Debangana Mukerjee



portia bala



আগমনি - আঙ্গুর বালা সাহা

যখন ভোরের বাতাস স্নিগ্ধ আবেশ , লাগায় আমার মনে
মৌমাছি রা ফুলে ফুলে ঘোরে বনে বনে
অরুণ বরণ কিরণ মেখে স্বর্ণ রবি ওঠে হেসে
তখন আমার হৃদয় পটে তোমার ছবি ভাসে।

শিশির ভরা দূর্বা ঘাসে , যখন দেখি মুক্তা হাসে।
তখন আমার নয়ন নীরে, হীরক করে পড়ে। .
নীল গগনের শুভ্র মেঘের খেয়ায় ;
উদাস আঁখি খুঁজে ফেরে তোমায় .

মাগো ! তুমি আসবে বলে
আনন্দেতে ভরে আছে মন -
কবে তুমি দেবে দর্শন।
তোমার গান এ তোমার ধ্যানে
নিত্য পূজা করি ,
তুমিই আমার বিশ্বমাতা নিত্য তোমায় স্মরি।
গাছে গাছে নতুন পাতায়, ফুটবে কত ফুল ,
আঁচল ভরে কুড়িয়ে নেবো ,ঝরা শেফালি -বকুল।
ভালোবাসায় মালা গেঁথে, সাজিয়ে নেবো ডালা।
হাসির ছটায় কিরণ দিয়ে -
হাজার হাজার প্রদীপ জ্বলে ,
হৃদয়েরই ভক্তি ঢেলে ,পরিয়ে দেব মালা।
মাগো ! শক্তিদায়ীনি তুমি -
আদ্যাশক্তি মহামায়া।
দনুজদলনি -
তুমি মহাজাগরণ ,
করো তামস বিমোচন -
মাগো সবার মনে জগাও স্পন্দন।





SHREEMOYEE
SAHA



PHOTO:

RIDDHIMAN
BHATTACHARYA

আগমনী

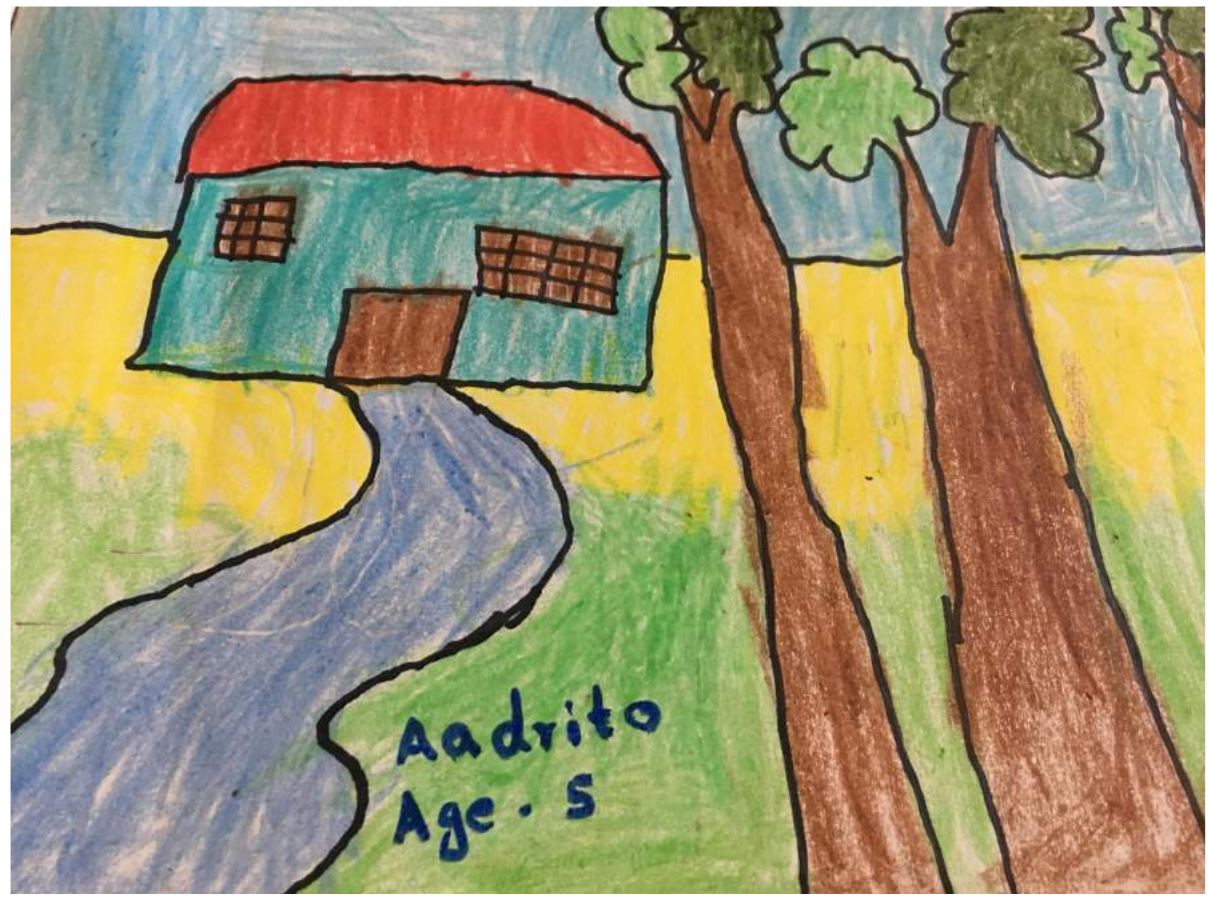
দেশ থেকে আজ অনেক দূরে
বসে আছি সুদূর পারে
আগমনীর বার্তা ও
হেতা য় পাই যে ঘরে ঘরে।।
মাগো তুমি আসছো বলে
নীল আকাশের মেঘের পরে
কাশফুলের বনের তরে
ঢাকের তালে নেচে ওঠে
হৃদয় মোদের তালে তালে।।
পূজো পূজো রব উঠেছে
উৎসবে তে মন মেতেছে
মা আসছেন বছর ঘুরে
এই বছরে ঘোড়া য চড়ে
ফিরে যাবেন দোলা র পরে।।
ভোরের ঘাসে শিশির কণা
আর মেঘেদের আনাগোনা
শিউলি জানায় আগমনী
শারদের এই জয়োধনি
ষষ্ঠীতে মার বোদন হবে
অঞ্জলী হবে বাকি দিনে
দশমী তে সিদুর খেলা
আর হবে মিষ্টি মুখ
সবার কাটুক ভালো দিন
মা আনবে সুখের দিন





ADITRISAHA

AADRITO



harshil gautam



12. 12. 2020
12. 12. 2020
12. 12. 2020

12. 12. 2020
12. 12. 2020
12. 12. 2020

12. 12. 2020
12. 12. 2020
12. 12. 2020

12. 12. 2020
12. 12. 2020
12. 12. 2020



I stared at the eyes of Maa Durga etched into the wood. It was masterfully made and was very detailed. Suddenly something popped into my mind.

“Why do we celebrate Durga Pooja and what is the story behind it?” I asked my mother who was dressed in a red and gold sari and standing next to me.

“Well it all started long ago when the great demon king Mahishashsur was born,” she said.

The demon king at the time fell in love with a water buffalo. Their offspring was Mahishasur. Because his father was a demon and his mother was a buffalo he could change between animal and demon form. After praying to the gods for an extremely long time he was given one boon. The boon he picked was that he could not be killed by man or god alike. I don't know why the gods always gave boons which nearly always turned out bad for them.

With this boon Mahishasur started his reign of terror on the nether, the earth, and the heavens. The gods were terror-stricken. Because of his boon though they could not kill him. And so they fled their cities.

After fleeing their cities they fled to Vishnu, Bhrama, and Shiva. Together all the gods used their power to create another being; a goddess.

Because she was created by the power of all the gods she was the most powerful one. She was created as beautiful women with 10 hands. She was given many gifts, few of them being, Lord Shiva's trident, Lord Vishnu's discus, the wind god, Lord Varun, gave her a noose, while Lord Indra gave her his thunderbolt and Lord Vayu gifted her his arrows. Finally her attire and steed, a lion, was given by the mountain god, Haimavant, Maa Durga was ready. So she went to fight the demon king.

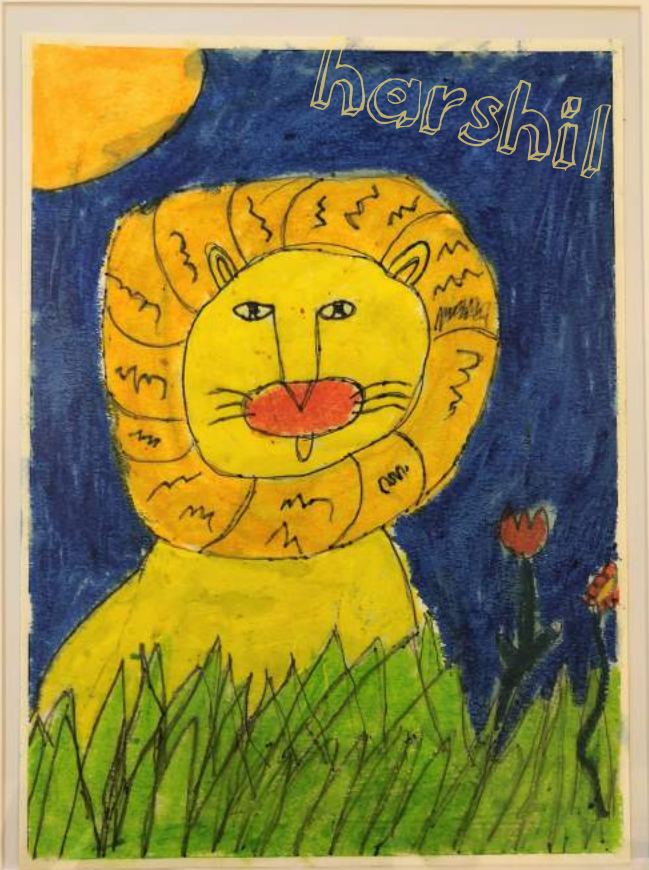
When she arrived at the battlefield Mahishasur laughed heartily at her. He said “A women can't beat me, no one can, ha, ha, ha.” She ignored him and charged and so a battle raged on for 9 days and 9 nights. By the 10th day they were both extremely tired but neither was ready to give up. Finally Mahishasur tried his last act and turned into a bull and charged. With her sword, Maa Durga chopped of the head of the bull. As Mahishasur climbed out, Maa Durga stabbed him with her trident and killed him ending the battle.

There are multiple stories behind why we celebrate the 10 days of Durga Puja. One was that before every day of the war with Ravan, Lord Rama prayed to Maa Durga but not when he was supposed to. And so sometimes it is called akal bodhon or untimely prayer. Another reason is that they say Maa Durga had a human form before she was a goddess and she visited her human parents for 10 days with her children after defeating Mahishasur. Either way we celebrate Durga Pujo as a time to be happy and celebrate the victory of good over the dark temptations of evil. Next year I will be talking about the first form of Durga; Goddess Shailputri.



THE CHRONICLES OF MAA DURGA

Part I: Goddess Durga
Vyom Mukerjee



তাপসী - দেবীর অঙ্গনে

বল দুর্গা মাইকি
জয়ধ্বনি তুলে
পোর্টাল্যান্ডের প্রবাসীরা
দুর্গা পূজা করে

সেই খুশীতে বাংলা থেকে
ঢাক'ও এলো চলে
কাঁসোরটাকে সঙ্গে নিয়ে
ঢ্যাম কুড়াকুড় তালে

শরৎ আলায়ে মহানন্দে
দুর্গার নাম স্মরে
সদানন্দে থাকে সবাই
সুখে যে যার ঘরে

ঢাকের সাথে কাঁসর ঘন্টা
বাজার তালে তালে
স্বার্থক হয় সন্ধিপূজা
মায়ের দৃষ্টিতে

নানান কাজের অবসরে
নিষ্ঠা সহকারে
মিলে মিশে পূর্ণ করে
কাজকে ভাগ করে

মঙ্গলদীপ শঙ্করবে
মন্ত্রশক্তি বলে
বর্ষে বর্ষে প্রবাস পূজা
স্বার্থক করে তোলে

সাংস্কৃতির মালা গেঁথে
মায়ের চরণ তলে
নৃত্য, গীতি, নাট্য বেঁধে
দেখায় দলে দলে

প্রার্থনা করি সবাই যেন
সুস্থ শরীর নিয়ে
দীর্ঘজীবী হয়ে থাকুক
সর্বজয়ী হয়ে ॥



ARUSHI

ইতি বকুল

আমি বকুল | আজ ও মনে আছে আমার সেই দিনটা যেদিন অনিকেত এসেছিলো আমার জীবনে | খুব ই সাধারণ মেয়ে ছিলাম আমি | ফলে অনিকেত এর মতো ক্লাস এর সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলের পছন্দ তালিকায় আমার থাকার কথা ছিলোনা |

তবুও অনিকেত এলো আমার জীবনে |

সেদিন বৃষ্টি পড়ছিলো খুব | ছাতাতেও বাধা মানছিলোনা | মাথা বাঁচাতে গিয়ে দাঁড়লাম শিমুল গাছটার তলায় |

বৃষ্টিতে ঝাপসা করে দিয়েছে চারিদিক | তার মাঝেই দেখলাম কে যেন দূর থেকে দৌড়ে আসছে | অনিকেত | আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রথম সৌজন্য বিনিময় করেছিল সে ই | হঠাৎ করে যেন হৃদস্পন্দন টা বেড়ে গেছিলো |

তার পরের দিন ক্লাস এ এসে অনিকেত ই প্রথম আলাপ করেছিল |

" কাল দেখা হয়েছিল .. নাম টা জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেছিলাম , আমি অনিকেত তুমি ? "

" বকুল "

" বকুল , বাহু বেশ মিষ্টি নাম "

"থাক্সস " গলা টা কঁপে উঠেছিল আমার |

তারপর থেকে রোজ ই অনিকেত আসতো | কোনো না কোনো অফিসে তাকে আমার সাথে কথা বলতে আসতেই হতো |

কি দেখেছিলো অনিকেত আমার মধ্যে ? জানিনা | উত্তর টা খোঁজার আর চেষ্টাও করিনি আর |

ধীরে ধীরে অনিকেত নাম টা স্থায়ী হয়ে গেলো আমার জীবনে | বকুল থেকে হয়ে উঠলাম অনিকেত ব্যানার্জী এর সহধর্মিনী বকুল ব্যানার্জী |

প্রথম এক টা বছর বাড়ির মতন কি করে যে কেটে গেলে | বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আকাশ এলো জীবনে | আমাদের এক মাত্র ছেলে | খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আকাশ কে নিয়ে | অনিকেত ও ব্যস্ত হয়ে পড়লো রাজারহাট এর নতুন প্রজেক্ট নিয়ে | টলতে টলতে ওর রাত করে বাড়ি ফেরা , উইকেড গুলোতে অফিস এর নতুন সাইট

দেখার কারণে বাড়ির বাইরে থাকা ধীরে ধীরে সব ই মানিয়ে নিয়েছিলাম |

বাড়ি ফিরে কথা বলার মতন অবস্থায় সে থাকতো না আর |

কিন্তু সেদিন র পারলাম না যেদিন দেখলাম আকাশ কে ওর প্রজেক্ট excellence অ্যাওয়ার্ড এর স্ট্যাচু টা ভেঙে দেয়ার জন্য এলোপাথাড়ি মেরে চলেছে | র পারলাম না | আকাশ কে নিয়ে চলে এলাম মা এর কাছে | অনিকেত অনেক বার ফোন করে ক্ষমা চেয়েছিল | কেন জানিনা গলার কাছে দোলা পাকানো অভিমান টা র ফিরতে

দিলো না আমাকে |

বছর কেটে গেছে | অনিকেত আর ফোন করেনি | আমিও পারিনি আর ফিরে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে |

আজ আকাশএর জয়েন্ট এর রেজাল্ট বেরিয়েছে | আকাশ দৌড়ে এসে প্রণাম করে বললো মা আমরা পেরেছি |

" হাঁ বাবা আমরা পেরেছি" |

আকাশ ডাক্তারি পড়বে এবার |

সাতবছর পর অনিকেত প্রাকটিস শুরু করলো কলকাতাএর এক নাম করা হাসপাতাল এ |

গর্বে বুক টা ভাঙে উঠলো আমার | আমরা সত্যিই পেরেছি | অনিকেত কে দেখিয়ে দিতে যে আমরা তোমাকে ছাড়াও দাঁড়াতে পেরেছি |

আজ অনেক রাত হয়ে গেছে আকাশ ফিরছেননা | বার বার ফোন করেও পাচ্ছিনা | হঠাৎ দেখি আকাশ এর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির নিচে | এক দৌড়ে এসে আমার

হাত ধরে বললো " মা আমাদের একবার এখুনি যেতে

হবে "

"কোথায় রে ? আর ফোন তুলছিলিস না কেন এতখন "

" সব বলবো মা , এখন চলো "

গাড়ির মধ্যে আকাশ একতও কথা বলেনি | শুধু আমার হাত টা চেপে বসেছিল | তার দৃষ্টি তে ছিল খালি শূন্যতা | বুকটা কঁপে উঠলো আমার ঠিক যেমন টা হয়েছিল

অনিকেত এর সাথে প্রথম দেখা হবার সময় |

হাসপাতাল এ আকাশ আমাকে নিয়ে দৌড় করলো ROOM NO ৩০৩ এর সামনে | কি দেখতে চাই আমাকে আকাশ | ভিতরে গিয়ে কাকে দেখছি আমি | মাথার

চুলে পাক ধরেছে | কি চেহারা হয়েছে অনিকেত এর | কক্ষাল সার চেহারা এর মধ্যে চোখ গুলো আজও সেই আগের মতন উজ্জ্বল |

আর পারিনি | এক দৌড়ে গিয়ে মাথা টা কে বুক তুলে নিয়েছিলাম আমি |

" তুমি এসেছো বকুল .. কিন্তু আর যে .. "

মুখ টা হাত দিয়ে চেপে ধরে আমি শুধু বলে উঠলাম " তুমি কোথাও যাবেনা "

অনিকেত এর শুকনো ঠোঁট দুটো কঁপে উঠে বললো " যাবেনা বকুল আর কোথাও যাবেনা "

পৃথা রায়



মেয়ে

সঞ্চারী ব্যানার্জী

আমি মেয়ে যেদিন জন্মেছিলাম ঠাকুমা সেদিন তুলসী তলায় মাথা ঠুকে ছিল, গতরাতে নিজের তৈরি নাড়ু ফেলে দিয়েছিল গরুর ডাবায়। বাবার মুখ ছিল গম্ভীর, মায়ের মুখে ছিল পাপবোধ। প্রতিবেশীরা সান্তনা দিয়ে বলেছিল পরেরবার ঠাকুর নিশ্চয়ই মুখতুলে চাইবে। আমি পরিবারের আনন্দ নিয়ে আসিনি আমি পরিবারের দুঃখের কারণ।

আমার বয়স এখন চার, আজ আমার একটি ভাই হয়েছে, সারা বাড়ি জুড়ে সে কি আনন্দ, কেবল নাড়ু নয়, বাবা মিষ্টি বিলি করেছে সবাই বলেছে। ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চাইল।

চার বছরের আমি শুধু উত্তর পাইনি, আমার জন্মের দিনটা কেন অন্য রকম ছিল? সেই আমি এখন শোলো বছরের। ঠাকুর, বাবার হুকুম আর স্কুল, বই-খাতা, রং পেন্সিল ছেড়ে এবার শিখতে হবে সংসারের কাজ। সময় হয়েছে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার।

বাবার ইচ্ছে ভাই স্কুলে যাবে আর যতদূর পারে পড়বে। আমার কেন পড়া হবেনা? না এর কোন উত্তর পাইনি। আমার এখন বয়স আঠাশ। বিয়ে হয়ে গেছে এগারো বছর আগে। একটি মেয়ে একটি ছেলে।

মেয়ে হওয়ার পর স্বশুর বাড়ির কেউ কয়েক দিন আমার সাথে কথা বলে নি, কেন এর উত্তর পাইনি, আমি সেই আমি আজ পঞ্চাশ এর গোড়ায় বাপের বাড়িতে এসেছি বাবা আর কয়েক মুহূর্ত, ভাই চাকরি করে সময় পাইনি আসার শেষ সময় আমি দিয়েছিলাম বাবার মুখে দু ফোটা জল, সবাই বলেছিল লোক তার কপাল খারাপ ছেলের হাতে জল টুকুও পেল না, আমার দোষ কোথায় না এর কোন উত্তর পাইনি আমি। আমি এখন পঁচাত্তর এর বৃদ্ধা। জীবনের শেষকটি ঝুন আর বাকি, আমার ছেলেটি বড় ব্যস্ত, চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, লোক জোগাড় করছে আর আমার মেয়েটি চুপচাপ নীরবে আমার পায়ের সামনে বসে আছে। ওর যে কোন স্বাধীনতা নেই, সমাজে সকলের মন জুগিয়ে চলতে হয় ওকে। নীরবে দু চোখের কোন দিয়ে জল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ছেলে মেয়ের কেন এত তফাৎ? এর কোন উত্তর নেই। আমি আবার জন্মাতে চাই, জন্মাতে চাই একজন মেয়ে হয়ে। পুরুষের চোখে দিয়ে জগৎ দেখবো বলে নয়, নিজের চোখ দিয়ে জগৎ দেখব। একজন মেয়ের চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখবো, কোন ছেলের চোখ দিয়ে নয়।

PARTICIPANTS

Arushi Mazumder, Bartika Bhattacharya, Maitri Ghosh, Portia Bala, Ryan Sil, Arinjoy Dhar, Pratyush Manna, Tiyyasha Mardana, Sarthok Malakar, Reyansh Goutam, Koustav Mazumder, Anurag Banerjee, Rajanya Paul, Ishani Sinha, Vyom Mukerjee, Dharya Roy, Sonali Chakraborty, Ishan Ghosh, Tanisha Arora, Aditya Arora, Otri Mukherjee, Ishara Mukherjee, Shankhyadeep Mukherjee, Sohini mukherjee, Siddhartha Dey, Pooja Ganguly, Aditri Saha, Mihika Ghosh, Sharika Kundu, Tanisha Mazumder, Shristi Saha, Arianna Trevino, Shanaya Basu, Ashni Mitra, Vasundara Rajan, Janhavi Das, Rudrani Paul, Arpita, Mahati, Rewa, Autri Das, Shreemoyee Saha, Yuvapreethi Ganesh, Lavanya Kumaran, and Brinda Rajan.

Indrani Sinha, Shreya Nad, Sanchari Banerjee, Sreya Chakraborty, Sanjukta Chatterjee, Sabyasachi Dey, Parbati Kumar Manna, Mitali Deb, Pritha Ray, Rajat Paul, Chandrima Chatterjee, Arghya Bishal, Bhaskar Ganguly, Apratim Dhar, Gowri Kashyap, Sreyoshi Ganguly, Arpita Saha Nanda, Rahul Mukerjee, Arpa Ghosh, Smita Trevino, Madhavi Sinha, Astha Mitra, Aadrita Banerjee Dhar, Paromita Ghatak Chatterjee, Ayan Das, Anandaroop Chakrabarti, Kaushik Dasgupta, Ananda Bannerjee, Tapashree Banerjee, Shirshendu Paul, Madhushree Choudhury, Samudra Sengupta, Monodeep Kar, and Tanushree.



SUPPORT OUR FRIENDS OF PRABASHI

FRIEND OF PRABASHI
Divine Touch
...SKIN CARE

Specialist
Saama Nema
503.705.0129
16197 NW Energia St.
Portland, OR, 97229

Facial Massage
Indian Ayurvedic Natural and Organic Products.
Relaxing, Calming Environment to Rejuvenate.

\$31 Steam, Cleansing, Massage,
Neck Massage, Face Pack (1 Hour)

\$5 Add Head Oil Massage

\$5 Add Palm Acupressure Massage

Threading

\$11 Eyebrow Upper Lips

\$11 Full Forehead - chin

\$75 Microdermabrasion (3 Seating)

CALL OR TEXT
503 705 0129


Tru Kreations
Handcrafted Jewelry

Uma Vittal
Owner

503-683-2452
facebook.com/trukreations
uma@trukreations.com

Khyati Patel, ABR

503.757.3070
kpatel@cooipdxhomes.com

Keller Williams Realty
1915 NW AmberGlen Pkwy,
Suite 250
Beaverton, OR 97006



FRIENDS OF PRABASHI

Jolly and Aziz Rahman



ভায়রা-ভাই

গৌতম সরকার

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া,

ইউ.এস.এ

একই সাথে কান ধরে বেঞ্চার উপর দাঁড়ানো, বা ক্লাসরুমের বাইরে নিলডাউন হবার পর স্কুলের বন্ধুরা যখন হয় ভায়রাভাই!

ধরুবর সাথে আলাপ সেই ৭০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে, যখন আমরা একই সাথে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হলাম। স্কুলে যাতায়াত করতাম স্কুলের বাসে। বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে কয়েক পা হাঁটলেই গোলপার্ক, আর সেখান থেকেই স্কুলের বাসে ওঠা-নামা। ভোরবেলা তো মা ভালোয় ভালোয় বাসে উঠিয়ে দিতেন। কিন্তু ফেরার সময়? যদি ঠিক স্কুলবাসে না উঠি, বা বাস থেকে ভুল জায়গায় নেমে পড়ি, তাহলে? তাতেই মায়ের চিন্তার শেষ ছিল না। মা মোটেই রাজী ছিলেন না যে আমি এত দূরে কোথাও স্কুলে যাই (আসলে কিন্তু হেঁটেই যাওয়া যায়!)। বাড়ির কাছেই তো জগবন্ধু (জগদ্বন্ধু), আর তা না হলে আর দু পা এগোলেই পাঠভবন বা সাউথ-পয়েন্ট, তা হলে? কিন্তু বাবা-কাকারা নাছোড়বান্দা। এই স্কুল থেকে নাকি প্রতি বছরই স্কুল-ফাইনালে 'স্ট্যান্ড' করে, কোনো কোনো বছর নাকি ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড সব একই সাথে! তা ছাড়া কে নাকি একজন সত্যজিৎ রায় এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন! অগত্যা মায়ের বারণ ধোপে টিকল না।

মা তাই রোজই পাখী পড়ানোর মতো করে আমাকে স্কুলবাসে ওঠার আগে বলে দিতেন যে "স্কুল ফেরত ঐ যখন গোলপার্কের বিবেকানন্দের মাথা দেখতে পাবে, জানবে তখনই বাস থেকে নামতে হবে"। আমার কি ছাই আর অত মনে থাকে, যে কখন বিবেকানন্দের মাথা দেখতে হবে? কিন্তু হুসেইনদার (ড্রাইভার) স্কুলবাসে আরও একজন থাকতেন, যার কাজই ছিল আমাদের ঠিকঠাক নামিয়ে দেওয়া। বয়সে হয়ত তিনি আমার বাবার চেয়েও বড়, কিন্তু সবাই তাঁকে বলত 'ধরুবদা'। ভোরবেলা মায়ের কথা তাই আর তেমন গায়ে মাখতাম না, জানতাম যে আমি ভুলে গেলেও ধরুবদা ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবেন! পরিত্রাতা ধরুবদা! এরই সাথে আর একটা জিনিস নজরে এল, আমাদের ক্লাসের ঐ কালো করে ছেলেটা; যে ঐ পার্ক-সার্কাসের মাঠের দিকটায় স্কুলবাসে নামা ওঠা করে, ওর নামও তো ধরুব!

তারপর কোথা দিয়ে সময় চলে গেল। মর্নিং-সেকশন, 'মুনমুন সেন' পাড়ি দিয়ে আমরা পাড়ি জমালাম ডে-সেকশনে। বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে তত দিনে ধরুবর সাথে! একবার একটা কথা শুনে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হোল ছেলেটাকে; ও নাকি বড় হয়ে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হতে চায়! এ কেমন কথা? আমি তো জানতাম বড় হয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হয়!

এরই মধ্যে মা পাড়ি দিলেন এক অন্য জগতে। সব কিছুই কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল, পৃথিবীটাই কেমন যেন ফ্যাকাসে, বিশ্বাদ আর পানসে হয়ে গেল। এইসবের মধ্যেও ধরুবর উপস্থিতি ছিল বিশেষ ভাবে।

ক্লাস সেভেন থেকে আর স্কুলবাসে যাতায়াত করা যায় না। অগত্যা পাবলিক-বাস। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ডানা গজালো আমাদের। স্কুল ফেরত পাবলিক বাসের বদলে যদি হেঁটে যাওয়া যায় খানিকটা পথ, বা পুরোটাই; তাহলে? তাহলে তো ক্লাসের আড্ডাটা আরও একটু বাড়ানো যায়, নয় কি? তেমনই হোল। স্কুল থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরে হেঁটে, সুচিত্রা সেন-মুনমুন সেনদের বাড়ি পেড়িয়ে, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ছাড়িয়ে সোজা বালিগঞ্জ ফাঁড়ী। সেখান থেকে ধরুব বাসে যেত পার্ক সার্কাসের দিকে, আর আমি আর একটু হেঁটে উল্টোমুখে গড়িয়াহাট-গোলপার্কের দিকে! সাথে আরও কয়েকজন থাকত, সুমন্ত (চক্রবর্তী), চন্দ্র (চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী), হোজো (জ্যোতির্ময় দত্ত), ইন্দ্র (ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি), কল্লোল (রায়) -

এরা। মাঝে-মাঝে যোগ দিত প্রমিত (মুখার্জি), বা গৌরাঙ্গরা (চ্যাটার্জি)। মাঝপথে সপ্তপর্ণীতে সুমন্তর বাড়িতে আড্ডা হতো অনেক সময়। এই সময়ই বাড়ল ধরুবর সাথে বন্ধুত্ব। এখন থেকে আর শুধু স্কুল, বা স্কুল ফেরত রাস্তায় নয়, একে অপরের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হোল; আড্ডাও বাড়ল! ধরুবর বাড়িতে গেলে কাকু-কাকিমা (ধরুবর বাবা-মা) খুশী হতেন, বিশেষত কাকিমা। মনে হতো যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও, উনি আমার মায়ের অভাবটা কোন না কোন ভাবে পুষিয়ে দিতে চান।

একই সাথে জুটি বেঁধে আমি আর ধরুব জিতেছিলাম আমাদের স্কুলের বাৎসরিক ক্যারাম-চাম্পিয়ান্সিপ, আমাদের ক্লাস নাইনে; এমন কি স্কুলের ক্লাস টেন, ইলেভেন বা টুয়েলভের বড় বড় দাদাদেরও হারিয়ে দিয়ে!

মাধ্যমিক এল, গেল। তেমন কিছুই টের পেলাম না। শুনেছিলাম আমাদের স্কুলের ফেল করা ছেলেও নাকি মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পায়, স্টার পায়; ঠিক তেমনটাই হোল, সেটাই দেখলাম। উচ্চমাধ্যমিক এল। সবার মধ্যেই আই.আই.টি, আর জয়েন্ট-এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার হিরিক পোরে গেল; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার বাসনায়। ধরুবর মধ্যে এই ব্যাপারে তেমন কন হেলদোল দেখলাম না, ও বোধহয় বেশী বেশ ছিল ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের সাফল্য কামনায়!

ঐ সময় নাগাদ ধরুব মাঝেমাঝেই নর্থ-বেঙ্গলে ওর কাকাদের বাড়িতে বেড়াতে যেত স্কুলের ছুটিতে, ফিরে এসে আমাকে ওদিককার গল্প শোনাত; ওদিককার মানুষরা নাকি অন্য রকম, এদিককার থেকে ভালো। ওখানে নাকি অমুক বাড়ির অমুক কাকিমা তমুক বাড়ির তমুক মামিমার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নির্বিকার ভাবে কুটনো কেটে বা বাটনা বেঁটে গল্পগুজব সেরে দিব্যি নিজের বাড়ি ফেরত আসেন! আমারও আর কোলকাতায় মন টিকছিল না। বাইরে কোথাও যাব সেটাই মনে মনে ঠিক করলাম। কিন্তু আমার মনে তখন নর্থ-বেঙ্গল নয়, শুধুই অ্যামেরিকা!

কিন্তু মুখ ফুটে বাড়ির কাউকে সে কথা বলার সাহস পেলাম না; ছোট মুখে বড় কথা, বামুন হয়ে চাঁদ ধরা – এইসব শোনার ভয়ে। বাড়িতে লুকিয়েই শুরু করলাম অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করা, আর SAT-TOEFL পরীক্ষার প্রস্তুতি। কিন্তু এইসব করতে টাকা লাগে যে! তা পাব কোথায়? কয়েকটা প্রাইভেট টিউটরিং শুরু করলাম। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। এত কথা পেটে চেপেও রাখতে পারছিলাম না। বলেই ফেললাম দুই-একজনকে। ধরুব তাদেরই একজন। শুনে ও অবাক হোল না খুশী হোল তা ঠিক বুঝলাম না। ও শুধু জিজ্ঞেস করলো যে কত টাকা লাগবে আমার, ঐ পরীক্ষা দুটোয় বসতে?

দিন কয়েক বাদে দেখি ও সকাল সকাল এসে হাজির আমার কাছে। এই সময়ে তো ও এমনিতে আসে না! বললাম কি রে, কি ব্যাপার, এই সাত-সকালে? দেখি ও ওর পকেট থেকে টাকা বার করছে। বলল যে “নে এই টাকা কটা রাখ, দেখছি আর কি করা যায় তোর ঐ SAT-TOEFL-এর জন্য!” এবারেও ‘পরিত্রাতা ধরুব’, শুধু ‘দা’-টা বাদে।

৩০০ টাকা! ঐ সময় আমার কাছে অনেক। হিসাব করে দেখলাম যে এতে আমার TOEFL-এর fee হয়ে যাবে। আর আমার টিউটরিং থেকে SAT-এর fee! কেব্লা ফতো! বন্ধুর বাড়ি পড়তে যাচ্ছি – এই মিথ্যা ফেঁদে বাড়ি থেকে পালিয়ে পরীক্ষা দুটো দিলাম, পাল্লা দিয়ে চাললাম অ্যাপ্লিকেশান করা। ক্রমে বাড়িতে জানাতে বাধ্য হলাম। অ্যামেরিকা থেকে এত চিঠি-পত্র আসতে লাগলো বাড়িতে, যে না জানিয়ে আর উপায় ছিল না। তারপর একদিন এল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটা – অ্যাক্সেপটেন্স লেটার, উইথ স্কলারশিপ!

ধরুব এমনিই একদিন দেখা করতে এসেছিলো (তখন আমাদের বাড়িতে ফোন ছিল না)। ওকে জানালাম। শুনে আমাদের শোয়ার ঘরটার মধ্যেই ও বার কয়েক লাফাল, তারপর জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে, একেবারে

একাকার কাণ্ড! আমার দেশ ছাড়ার দিনও ও এসেছিল, দমদম-এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। সেদিন আর কোন লস্ক-বাম্প ছিল না। বিদায় জানানোর সময় শুধু দেখলাম যে ওর চোখের কোণ থেকে ঝড়ে পড়ল কয়েক দানা মুক্ত। আমিও মুখ লুকিয়ে হাঁটা দিলাম এমিগ্রেশন অফিসের দিকে।

এরপর অ্যাটল্যান্টিক আর প্যাসিফিক ছাড়াও আমাদের আলাদা করে দিলো প্রায় বারো ঘণ্টার 'টাইম-ডিফারেন্স' আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রুটিন আর আমাদের সামগ্রিক জীবন ধারার তফাৎ, প্রায় বছর ২৫ যাবত। তারই মাঝে যতবার ভারতে এসেছি, ওর সান্নিধ্য পেয়েছি খুব কাছ থেকে; কোলকাতায়, মুর্শিদাবাদে, শিলিগুড়িতে। ও ঠিক মনে রাখে যে আমি কোন ধরনের গল্পের বই পড়তে বা গান শুনতে ভালোবাসি, তাই আগাম কিনে বা জোগাড় করে রাখে সেগুলো আমার জন্য! এগুলোর অনেক কিছুই অ্যামেরিকাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু ওর কাছ থেকে পেতেই আমার বেশী ভালো লাগে; গল্পের স্বাদ বেড়ে যায়, গানগুলোও যেন আরও বেশী শ্রুতিমধুর লাগে! ওর ধারণা যে ওর দীর্ঘদিন যাবত অ্যামেরিকা-বাসী বন্ধু বোধহয় আর ভারতীয় বিধি-ব্যবস্থায় ততটা সড়োগড়ো নয়, তাই দেখা করার সময়ও আগলে রাখে আমাকে (অনেকটা আমার দাদার মতো, দাদার কথা পরে লিখব)। আমাকে ওর কাছে যেতে হয় না, ওই আসে আমার সাথে দেখা করতে; যখন, যেখানে, যেমন ভাবে সম্ভব। একসাথে কোথাও যাওয়ার থাকলে ওই এসে আমাকে নিয়ে যায়; ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি বা ট্রেন-ভাড়া দিয়ে। এমনও হয়েছে যে আমি ওর বাড়ি থেকে সরাসরি গেছি আমার মুর্শিদাবাদের 'দেশের' বাড়ীতে, কিন্তু ট্রেনের টিকিটটা পয়সা খরচ করে কেটে আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছে ওই, ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত আমার জানলার পাশে প্ল্যাটফর্মে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে!

এই সূত্রেই সম্প্রতি সম্ভব হোল ওর শালীর সাথে আমার বিয়ে; কারণ অ্যামেরিকা থেকে আমি যখন কোলকাতায় এসেছিলাম, তখন হটাত কোরে ধরুব ওর কর্মস্থল শিলিগুড়িতে আমাকে ওর কাছে বেড়াতে না নিয়ে এলে হয়তো এমনটা হওয়ার কন সম্ভাবনাই ছিল না! এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ে। আমরা যখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি, ধরুব তখন একাই একদিন এক অদ্ভুত সমীক্ষা চালিয়েছিল, আমাদের কুড়ি মিনিটের টিফিন-ব্রেকটার মধ্যেই। সেইদিন ও আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের একক আর আলাদা ভাবে জিগ্যেস করেছিল যে সুযোগ হোলে আমরা অন্য কোন ক্লাসমেটের সাথে একসাথে থাকতে চাইব কিনা, রুমমেট বা একই পরিবারের সদস্য হিসাবে। যে কোন দুই বন্ধুর ইচ্ছা আর উত্তর মিলেমিশে এক হোয়ে যায় কিনা সেটা জেনে নেওয়াই ছিল ওর উদ্দেশ্য। এমনটা যে বাস্তবে সম্ভব, তা কিন্তু ভেবেছিল ঐ ছোট্ট ধরুবই! এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে সেদিন আমার সাথে যার উত্তর মিলে গিয়েছিলো, সে ধরুব নয়, তপদেব (চক্রবর্তী), যে কিনা আজ বহুদিন যাবত ইংল্যান্ডবাসী।

বন্ধুতো ও ছিলই, বরাবরই। ধরুব এখন আমার ভায়রাভাইও বটে। আমি ভাগ্যবান, এ ছাড়া আর কী বা বলতে পারি? আমরা একই পরিবারের সদস্য, সেটাই বা আর আশ্চর্য কি? বিয়ে উপলক্ষে ধরুবকে বেশ কয়েকদিন একসাথে খুব কাছ পেলাম। ওর শালীর সাথে ওর বন্ধুর বিয়েতে ওর ছোটো-ছোটী, দৌড়া-ঝাঁপের কোন অন্ত ছিল না। বিয়ে করতে কোলকাতা থেকে আমি যখন সপরিবারে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছলাম, তখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিল ধরুব। বিয়ের লগ্নে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতেও আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলো ওই। ওর শোওয়ার ঘরে, ওর বিছানায় বাসর-রাত কাটলাম – বৌ সাথে থাকলেও মনের অনেকটা জায়গা জুরে ছিল শুধুই ধরুব। মনে হোল যে বিগত ২৫ বছর কখন যেন তলিয়ে গেছে ঐ অ্যাটল্যান্টিক বা প্যাসিফিকের কোন এক অতল গহ্বরে।

পুনশ্চঃ- ধরুব এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মস্তু অফিসার। সরকারি কাজেই সম্প্রতি ঘুরে গেছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে।



SILVER
INDIAN CONNECTION
Sweets Chaats Curries

Thank you
to our
GOLD
sponsors!



Ameriprise Financial | Wealth Strategy Partners
Ameriprise Private Wealth Advisory Practice

Your personal financial goals
deserve a *personal approach.*

 **Bill Terrill, CFP®**
Private Wealth Advisor
Portland, OR

Contact me today.

Ameriprise Financial Services, Inc. Member FINRA and SIPC.
© 2016 Ameriprise Financial, Inc. All rights reserved.

GOLD SPONSORS



A1RM
DBA of A1 Residential Mortgage, Inc.
www.A1RM.com
OR NMLS ID: 66526 & WA-MB: 66526/MB132028

Prabashi Association of Greater Portland Area ; prabashi.portland@gmail.com
2373 NW 185th Ave, #173 Hillsboro, OR 97124

Prabashi is a non-profit community based organization of Bengalis in the Greater Portland Area. We are a small, close knit community celebrating the spirit of togetherness by promoting community brotherhood in the form of events that brings to light our rich and renowned traditions.